কালের কণ্ঠ

তারিখ 05 DEC 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম

কোচিংবাজ শিক্ষকরা দুদকের জালে

হায়দার আলী ও শরীফুল আলম সুমন ▷

রাজধানীর বাসাবো খেলার মাঠের পশ্চিম পাশে ১৮০ মধ্য বাসাবোতে কোচিং করান মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সুবীর কুমার সাহা। গতকাল সোমবারও খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখন অন্যান্য ক্লাসের বার্ষিক পরীক্ষা চলায় শুধু নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন এই শিক্ষক। এ ছাড়া ১৪৫ মধ্য বাসাবোতে পড়ান একই স্কুলের বাসাবো শাখার ডে শিফটের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক। তিনি দীর্ঘদিন ধরে গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ের কোচিং করান। একই ভবনে পড়ান ইংরেজির শিক্ষক মেজবাহুল ইসলাম, কমার্সের মোহন লাল ঢালী ও আবুল খায়ের। ১৭৮ মধ্য বাসাবোতে পড়ান বাসুদেব সমাদ্দার এবং ১৬৬ মধ্য বাসাবোতে পড়ান রুহুল আমিন-২ ও মো. কামরুজ্জামান।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অনেক শিক্ষার্থীই একই ভবনে একাধিক শিক্ষকের কাছেও কোচিং করছে। প্রত্যেক শিক্ষক কমপক্ষে ১০০ শিক্ষার্থী পড়ান। কোনো কোনো শিক্ষক ৩০০ পর্যন্ত শিক্ষার্থীও পড়ান। অভিযোগ রয়েছে, স্কুলের শিক্ষকের কাছে কোচিং না করলে স্কুলে নানা ভয়ভীতি দেখানো হয়। নম্বর কম দেওয়া হয় পরীক্ষায়। কোচিংবাজ ওই শিক্ষকদের কেউ কেউ গভর্নিং বডির কাউকে কাউকে টাকার বিনিময়ে হাত করে রেখেছেন, যাতে কোনো চাপ না

রাজধানীর ৮ স্কুলের ৯৭ শিক্ষকের শাস্তির সুপারিশসংবলিত চিঠি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে

■

কোচিং ব্যবসায়ীদের সম্পদের হিসাব চেয়ে চিঠি পাঠাবে দুদক

■

প্রতিটি বড় স্কুল ঘিরে অর্ধশত কোচিং সেন্টারের বাণিজ্য

আসে। কোচিং বাণিজ্যের মাধ্যমে ওই শিক্ষকরা এরই মধ্যে বহু কোটি টাকার মালিক হয়েছেন।

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক সুবীর কুমার সাহা গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি আগে পড়াতাম। এখন আর পড়াই না। তার পরও যে আমার নাম কিভাবে দুদকের তালিকায় এলো, তা বুঝতে পারছি না। আমি গণিতের শিক্ষক তাই সবার আগে আমার নামই আসে। অনেক শিক্ষক আছেন যাঁরা কোনো দিন কোচিং করাননি, তাঁদের নামও দুদকের তালিকায় আছে।'

একই স্কুলের শিক্ষক মেজবাহুল ইসলাম বলেন, 'প্রাইভেট পড়ানো দুই-তিন শ বছরের ইতিহাস। যে শিক্ষক ক্লাসে ভালো পড়ান, সেই শিক্ষকের কাছেই সবাই প্রাইভেট পড়তে চায়। আমি বড়জোর ২০টা বাচ্চা পড়াতাম। সেটা দুই মাস আগে বাদ দিয়ে দিয়েছি। তার পরও অভিভাবকরা অনুরোধ করেন। আসলে ভালো ফলের জন্য প্রাইভেটের দরকার আছে কি না, তা আরো স্টাডি করে দেখা উচিত।'

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের ২৪ জন শিক্ষকসহ রাজধানীর আটটি স্কুলের কোচিংবাজ ৯৭ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত রবিবার দুদক সচিব মো. শামসুল আরেফিনের সই করা এসংক্রান্ত চিঠি মন্ত্রিপরিষদসচিব বরাবর পাঠানোহয়েছে। এতে বলা হয়েছে, এমপিওভুক্ত চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭২ জন শিক্ষক এবং সরকারি চারটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৫ জন শিক্ষক কোচিং বাণিজ্যে যুক্ত বলে দুদক প্রমাণ পেয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো ওই চিঠিতে আরো বলা হয়েছে, ওই শিক্ষকরা বছরের পর বছর একই স্কুলে শিক্ষকতা করার পাশাপাশি বড় ধরনের কোচিং বাণিজ্য করে আসছেন। কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করতে যুগোপযোগী আইন করা, জড়িত শিক্ষকদের বদলি করাসহ পাঁচটি সুপারিশ করা হয়েছে।

দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১